



উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং বাস্তবতা

লেখক: অধ্যাপক ড. সরিাজুল হক | প্রকাশিত: 17 October 2026, 02:56 PM | বিভাগ: মার্কটিং



আজকরে পর্বরে মূল প্রতাপিাদ্য বসিয় হলো অরগানাইজেশনাল প্ল্যান বা সাংগঠনকি পরকিল্পনা। এই জায়গাটিতে আমার মনে হয় বাংলাদেশে যাঁরা উদ্যোক্তা তাঁদের জ্ঞানরে স্বল্পতা এবং জানার ঘাটতি অনেকে বেশি আমি আগোে উল্লেখ করছে। এখানে মূলত যাঁরা নতুন উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে ইচ্ছুক বা যাঁরা কষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে নজিদেবকে প্রতস্থিতি করতে চায় তাঁদের জন্য দকিনরিদশেনামূলক লখো হিসেবে এটাকে গ্রহণ করতে হবে। যাঁরা ইতোমধ্যে উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতস্থিতি হয়েছেন তাঁদের জন্য এই লখি নয়। তবে জানার বা শখোর কোনো শেষে নই। এ কারণে যে কটে এই লখি থকে জ্ঞান বা ধারণা লাভ করতে পারনে। যে কথাটি উল্লেখ করছেলিাম এদশে নতুন উদ্যোক্তাদরে মধ্যে অনেকেই সাংগঠনকি পরকিল্পনা সম্পর্কে ধারণা রাখনে না। এমনকি যাঁরা কষুদ্র বা মাঝারি পরযায়রে উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছেন তাঁদের মধ্যেও এই পরকিল্পনা নিয়ে জ্ঞানরে এবং জানার স্বল্পতা রয়েছে। ফলে দেখা যায় এই পরকিল্পনার অভাবরে কারণে ব্যবসা মাঝপথে থমে যায়। কখনো কখনো বন্ধ হয়ে যায়। একটি সংগঠনরে গঠন এবং এর পারিপাশরিক বিষয়গুলো

সম্পর্কে শুধু তাঁরাই জানেন যাঁরা এই বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করছেন বা এই বিষয় নিয়ে নিয়মিত কাজ করছেন।

এছাড়া অনেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেও এই বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান এবং ধারণা লাভ করতে পারেন। ঢাকা শহর এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রধান শহরে কিছু প্রতিষ্ঠান বজিনসে ডকুমেন্টেশন নিয়ে পরামর্শক হিসেবে কাজ করে। এই সকল প্রতিষ্ঠান থেকেও পরামর্শ নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলা এবং এর সাংগঠনিক দিক সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। কিন্তু বাস্তবতা হলো আমাদের দেশে প্রায় সকল উদ্যোক্তা এ ধরনের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ধরনের পরামর্শ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়। দুটি কারণে এমনটা হতে পারে। প্রথমত, উদ্যোক্তারা এ ধরনের পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, এ ধরনের পরামর্শ গ্রহণ করতে গেলে ফি প্রদান করতে হয়। উদ্যোক্তারা এই কাজের জন্য কোনো ধরনের অর্থ ব্যয় করতে ইচ্ছুক নন।

আমরা জানি মালিকানার সূত্রে ব্যবসায়ের ধরন বিভিন্ন রকম হতে পারে। যমেন একমালিকানা, অংশীদারী, যৌথ মূলধনী, সমবায় সমিতি, ইত্যাদি। কিন্তু যাঁরা উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে ইচ্ছুক তাঁদের প্রথমই চিন্তা করতে হবে কোন ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাঁরা গড়তে চায়। ব্যবসায়ের কার্যধারা বিবেচনা করেও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রকমফরে হতে পারে। কটে হয়তো ট্রেডিং ব্যবসায়ের কথা চিন্তা করতে পারে। আবার কটে হয়তো ম্যানুফ্যাকচারিং ব্যবসায়ের কথা চিন্তা করতে পারে। কিন্তু আমাদের একটি কথা মনে রাখতে হবে এখানে মূলত উদ্যোক্তা প্রসঙ্গে আলোচনা হচ্ছে। ফলে উদ্যোক্তারা কখনো ট্রেডিং বজিনসে করতে যায় না। তাঁরা সব সময় নতুন কিছু করার চেষ্টা করেন। চলমান কোনো পণ্য নিয়ে কাজ করলেও সেখানে কোনো না কোনো পরিবর্তন, পরিমার্জন করার চেষ্টা করেন। নতুবা সটোকে উদ্যোক্তার কাজ বলা যাবে না।

উদ্যোক্তাদের সাংগঠনিক পরিকল্পনায় ব্যবস্থাপনার কাঠামো সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখতে হবে। কোন ধরনের ব্যবসায়িক কাঠামোতে ব্যবস্থাপনার ধরন কমন হয় সটো সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের ধারণা রাখতে হবে এবং সে অনুযায়ী পরিকল্পনা করতে হবে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ধরন বা কাঠামোর ওপর নির্ভর করবে ব্যবস্থাপনার ধরন কমন হবে। যমেন একমালিকানা প্রতিষ্ঠান হলে উদ্যোক্তা নিজস্ব সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেন। কিন্তু সটো যদি অংশীদারী প্রতিষ্ঠান হয় তাহলে একক কোনো কর্তৃত্ব থাকে না। চুক্তিহীন অংশীদারী কারবারের মূল ভিত্তি।

এ কারণে চুক্তি অনুযায়ী অংশীদাররা তাঁদের দায়িত্ব, কর্তব্য পালন করবেন। আবার চুক্তি অনুযায়ী অংশীদাররা তাঁদের লাভ-লোকসান বন্টন করবেন। আবার যদি সটো লমিটিডে কোম্পানি হয় তাহলে সটোর ব্যবস্থাপনার ধরন অন্য রকম। এ কারণে সাংগঠনিক পরিকল্পনা করার জন্য উদ্যোক্তাদের এ সম্পর্কে ভালো জ্ঞান ও ধারণা রাখতে হবে। এখানে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন আমাদের দেশে অংশীদারী ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা ভালো নয়। অনেকে অংশীদারী ব্যবসায় শুরু করেন। কিন্তু শেষে পর্যন্ত ধরে

রাখতে পারেন না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নরিম্ম পরণিতণ্ডি আমাদরে দখেতে হযছে। এ কারণে সকল কছি ববিচেনা করে উদ্যোক্তাদরে সাংগঠনকি পরকিল্পনা করতে হব।

বভিনিন ধরনরে প্ৰতষ্টিঠানরে জন্য বভিনিন ধরনরে সরকারি বধি-বধিান রযছে। আবার বভিনিন ধরনরে প্ৰতষ্টিঠানরে জন্য বভিনিন ধরনরে সুযোগ-সুবিধাও রযছে। একজন উদ্যোক্তা যখন এই বযিয়গুলো সম্পর্কে জানতে এবং বুঝতে সক্ষম হন তখন তিনি তাঁর জন্য ভালো হয় এমন পথগুলোকে বছে নতিে পারনে। কনিতু এ সম্পর্কে তাঁর যদি যথেষ্ট জ্ঞান বা ধারণা না থাকে তাহলে তিনি ভালো কছি গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত হতে পারনে। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে উদ্যোক্তা কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করার সময় সাংগঠনকি বযিয়গুলো সম্পর্কে যত বেশি ধারণা রাখতে পারবনে তনিতিত বেশি সুবিধা ভোগ করতে পারবনে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় বভিনিন আইনরে কথা। ব্যবসায় পরচালনা করতে গেলে অনকে ধরনরে আইনরে সম্মুখীন হতে হয়। একজন উদ্যোক্তা কোনো আইনকে উপেক্ষা করতে পারনে না। কনিতু তিনি যদি পূর্ব থেকে আইন সম্পর্কে ধারণা রাখনে তাহলে যে কোনো সদিধান্ত নেওয়ার সময় সংশ্লিষ্ট আইনগুলোকে ববিচেনা করে সদিধান্ত নতিে পারনে। এটা তাঁর জন্য অনকে বড় একটি সুবিধা।

(চলবে)